শিবপুর নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষোভ বাড়ছে ছাত্র এবং শিক্ষক মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি — দেড়শো বছরের মুখে দাঁড়িয়ে শিবপুর বি ই কলেজ। আর কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে সার্ধশতবর্ষের নানা কর্মকাণ্ড। কিন্তু আই আই টি বা আই এন আইয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়নি শিবপুরকে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষক এবং ছাত্রমহলে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে সন্দেহের চোরাস্রোত বইতে শুরু করেছে কলেজের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, দিল্লিতে গিয়ে শিবপুরকে আই আই টি বা আই এন আইয়ের মর্যাদা দিতে জোর আবেদনই করেননি উপাচার্য-সহ রাজ্যের প্রতিনিধিরা। ক্ষোভ রয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েও।

চাইছে না বামফ্রন্ট: বলছেন শিক্ষকরা

রাজ্য বামফ্রন্টের শিক্ষা সেলে গত বছর নভেম্বরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, রাজ্য সরকারের অধীনে রেখেই অগ্রণী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য আরও বেশি করে অনুদান আনতে হবে। সেই মতো সংসদে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন বাম সাংসদরা। শিবপুরের ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষকদের একটি অংশ মনে করছেন, দলীয় নীতির জন্যই মানব সম্পদ মন্ত্রকের প্রস্তাব মাথা পেতে নিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মানস হীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "ব্যাপারটি খুব সোজা। প্রথমে দিল্লি আমাদের কলেজকে চিহ্নিত করে। আই টি আই বা আই এন আই মর্যাদা দেওয়ার জন্য পরিদর্শনও করে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। তার পরেই ঘোষণা হয়, এখনই এই মর্যাদা না দিয়ে মোটা টাকার অনুদান দেওয়া হবে। তাহলে পরিদর্শন করা কেন? আর আমাদের প্রতিনিধিরা তা এককথায় মেনে নিলেন!"

২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখার পর কেন্দ্রীয় পরিদর্শন দলের সদস্যরা যে রিপোর্ট জমা দেয়, তার ভিত্তিতে কোনও মূল্যায়নও করা হয়নি শিবপুরের। বিশ্ববিদ্যালয়কে আই আই টি স্তরে উন্নীত করার পথে কী কী খামতি রয়েছে তা-ও জানাতে কর্তৃপক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করেননি বলে অভিযোগ শিক্ষক সংগঠনের। দিল্লিতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার মুখ্যসচিব জহর সরকার এবং শিবপুরের উপাচার্য নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গেলে তাঁদের বলে দেওয়া হয় মোটা টাকা দেওয়া হচ্ছে কলেজকে। কিন্তু কী খাতে টাকা দেওয়া হবে? পরিদর্শনের পর কোন কোন বিষয়ে নজর দিতে হবে কলেজকে, সে সব প্রশ্নও এড়িয়ে গিয়েছেন রাজ্যের প্রতিনিধিরা।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংগঠনের সাম্মানিক সাধারণ সম্পাদক ড. শান্তনু কর্মকার বলেন, "মোটা টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান দিয়ে এককালীন বাড়ি বা ঘর তৈরি করা হলে পরবর্তী বছরগুলিতে তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তো টাকা চাই। বাহ্যিক পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রম চালু করার জন্য শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী চাই। এককালীন টাকা দিয়ে বছর বছর তাঁদের মাইনে কীভাবে দেওয়া যাবে? এই সামান্য কথাটি খেয়াল করেননি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, রাজ্যের প্রতিনিধিরা বা কেন্দ্র সরকার কেউই।"

কেরল-তামিলনাড়ুর সঙ্গে কত ফারাক আমাদের

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-সহ যে কোনও বিষয়ের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে কথায় কথায় মন্ত্রীরা অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন কত ভাল হচ্ছে তা ফলাও করে বলেন। কিন্তু ওড়িশার রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা হয় শিবপুর বি ই কলেজের। রুরকি আই আই টি-র মর্যাদা পেয়ে গেলেও পায়নি শিবপুর। কেরলের বামদলগুলি (এল ডি এফ), এবং দক্ষিণপন্থীরা (ইউ ডি এফ) একজোট হয়ে কোচি বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার দাবিতে সরব হয়েছিল। সম্প্রতি তামিলনাড়ু সরকারও ওই রাজ্যে আই আই টি স্থাপনের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তামিলনাড়ুতে আই আই টি স্থাপনের দাবি উঠতে শুরু করেছে সেখানকার ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে। তাতে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন সি পি আই এম পলিটব্যুরোর সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি। কিন্তু এরাজ্যে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ওই একই বামদলের দ্বিতীয় রূপ সামনে এল শিবপুর-যাদবপুর ইস্যুতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে এই ধরনের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা থাকলেও, শিবপুরের ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূলে। বরং চিহ্নিত সাতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিবপুর সামনের সারিতে রয়েছে বলে সেখানকার শিক্ষকমহলের দাবি। কিন্তু এত সব কিছুর পরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে, নিজেদের ক্ষমতার বাইরে যেতে দিতে একেবারেই নারাজ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন বাম সরকার। এক্ষেত্রে উদারপন্থী মুখ্যমন্ত্রীও এই গোঁড়া মনোভাবের বাইরে বের হতে পারলেন না। অথচ, ভোটের আগে প্রেসিডেন্সি কলেজকে স্বশাসনে ছাড়পত্র দিয়ে উচ্চশিক্ষায় উদার হওয়ার কথা বলেছিলেন ষষ্ঠ বামফ্রন্টের শেষ বিধানসভায়।

মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকও ঠিক করেনি

শিবপুর প্রাঙ্গণে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে। সাতটি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাদের আই আই টি স্তরে উন্নীত করার জন্য। কিন্তু পরিদর্শনের শেষে এককালীন টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কেন? প্রশ্ন উঠতে করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌমশৌভিক হাটি জানালেন, "আমরা রাজ্য সরকার এবং কর্তৃপক্ষের ওপর ভরসা পাচ্ছি না। কলেজের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। রাজ্য সরকার চাইছে না, শিবপুর আই আই টি'র স্বীকৃতি পাক। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আগেও স্মারকপত্র জমা দিয়েছি। প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা।"

একদিকে যখন রাজ্য বামফ্রন্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঢালাও স্বীকৃতি দিচ্ছে, শিক্ষা ব্যবসা করার। ঠিক তখনই কেরলে সমস্ত বাম ছাত্র সংগঠন এবং বামপন্থী দলগুলি ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তের কড়া বিরোধিতা করে পুলিশের হাতে প্রহৃত হচ্ছে, আহত হচ্ছে। এবছর ৮ ফেব্রুয়ারির ওই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, বামফ্রন্ট জাতীয় দল হলেও রাজ্যস্তরে একই ইস্যুতে তাঁদের মনোভাবের কতটা ফারাক। বিষয়টি প্রমাণ করে দেয়, দলের চরিত্র হওয়া উচিত, ক্ষমতায় থাকলে এক, না থাকলে আর এক। রাজ্যে বৃহত্তম বিরোধী দল হওয়ার দাবি করে এলেও এব্যাপারে আশ্চর্যরকম নিশ্চুপ তৃণমূল কংগ্রেস।

কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন সত্যসাধন চক্রবর্তী, সুদর্শনবাবু কী বলেন

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী যুক্তি দিয়েছেন, খুব বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে আই আই টি-র মর্যাদা দিলে পড়াশোনার মান নেমে যেতে পারে বলে মনে করছে কেন্দ্র সরকার। তাই এব্যাপারে আমরা আর কথা বাড়াইনি। তাঁর যুক্তি ছিল, রাজ্যে উন্নত পরিকাঠামো না থাকার জন্য রাজ্যের ছাত্ররা বাইরে চলে যাচ্ছে। তাতে তাঁদের টাকা অনেক বেশি খরচ হচ্ছে, পাশাপাশি, সরকার প্রতি বছর একটি বড় রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। সেটি আটকানো গেলে দুদিকই সমাধান হয়। এই যুক্তিতে শিবপুর-যাদবপুরের আই আই টি'র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে অবহেলা করে একের পর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। কিন্তু একটি সহজ হিসেব তাঁদের এই রথ দেখা কলা বেচার যুক্তিকে ছেঁদো প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। সি পি এমের অনেক বুদ্ধিজীবীই এটা বিশ্বাস করেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কখনও ছাত্রদের স্বার্থ দেখে না। এই দলে ছিলেন নতুন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী এবং তার ওয়েবকুটা। বামেদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছাত্র সংগঠন এবং আন্দোলন করার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি। তাছাড়াও কেন্দ্রের কাছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর রাজ্যের নজরদারির দাবি দীর্ঘদিন জানিয়েও কোনও ফল হচ্ছে না। তাহলে, এতে একটি কথা পরিষ্কার, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি ভালই হত, তা-হলে বারবার নজরদারির দাবি কেন? তবে শিবপুর বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে আই আই টি স্তরে উন্নীত করার ব্যাপারে শিবপুরের শিক্ষক সংগঠনের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি তিনি। শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কী করছে তা সকলেরই জানা। কোনও সংগঠনের ক্ষোভ নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।"

আই আই টি হলে কার লাভ বেশি?

আই আই টি'র মর্যাদা পেলে এককালীন ৫০০ কোটি টাকা ছাড়াও শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র সরকারের থেকে যে বার্ষিক অনুদান পাবে (বছরে ১০০ কোটি) তা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো এবং সুযোগ এখনকার চেয়ে অন্তত ৮ গুন বৃদ্ধি পাবে। কর্মব্যস্ততা বাড়ার জন্য এলাকায় কম করে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে স্থানীয় কর্মসংস্থান। ছাত্র-শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণার সুযোগ আসবে। সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির তুলনায় আই আই টি প্রতিষ্ঠানে পড়ার খরচও কম। বিশ্বমানের হলে বিভিন্ন সমস্যার আশু সমাধানে রাজ্যের সাধারণ মানুষের হয়ে পাশে দাঁড়াতে পারবে শিবপুর। এর সঙ্গেই রাজ্য সরকার প্রতি বছর শিবপুরকে যে অনুদান দেয় (বছরে ১২ কোটি) তা অন্য কাজে লাগানো যাবে। শহর বা শহরতলি এলাকায় প্রাথমিক স্তরে একটি বড় মাত্রার ছাত্রছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক স্কুলে না পড়ে নার্সারিতে পড়তে যায়। সেই খাতে বরাদ্দ বাড়ালে সেটাও আটকানো সম্ভব হবে। জলপাইগুড়ি তবে এর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। এবছর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সফল প্রার্থীদের একটি বড় অংশ বাইরের রাজ্য থেকে। শিবপুর এই মর্যাদা পেলে পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব পাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'লুক ইস্ট' পলিসির সঙ্গে তা মানানসই। সেক্ষেত্রে আরও বেশি প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যে জমি হারাবে তাতে সন্দেহ নেই। ফলে প্রকাশ হয়ে পড়বে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার মান। ছাড়পত্র না দেওয়ার পেছনে এও একটি বড় কারণ।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে হলেও প্রশ্নটা অতটা মাথা ব্যথার কারণ হত না। কিন্তু বিশ্বায়ন যত দ্রুত সবকিছু পরিবর্তন করে চলেছে তাতে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে উচ্চশিক্ষায় এর প্রভাব যথেষ্ট। একই পরিস্থিতি নিয়ে সমস্যায় পড়েছে নড়বড়ে আর্থিক কাঠামোওয়ালা ভারতের প্রতিবেশি দেশগুলিও। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে এক আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় এরকম মতামত দিয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক শিক্ষাবিদ। উদারীকরণ বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নকে স্বাগত জানানোর পর গত দশক থেকেই ভারতে সরকারি খরচে চলা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কড়া প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে এদেশে শাখা খোলা বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে। প্রশ্ন উঠেছে, এই দৌড়ে কীভাবে টিকে থাকবে এদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি? যদি না জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়ে শিক্ষার মানকে সুনিশ্চিত করা যায়।